আলোচ্য বিষয়-৮৫.১০: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা হইতে জমি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়িক্রয়/গৃহ মেরামত সংক্রান্ত ঋণ নীতিমালা-২০২৫ অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা।

গত ০৬/০৫/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থ কমিটির ৮২-তম সভার সুপারিশক্রমে (সিদ্ধান্ত-৮২.২১(গ) ০২/০৬/২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ১০১-তম সভার অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের জন্য কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণ নীতিমালা-২০২৫ প্রণয়নের নিমিত্তে ১১/০৯/২০২৫ ইং তারিখে জবি/প্রশা-২৪/২০০৭/৯৩৩ সংখ্যক স্মারকসূলে পুনর্গঠিত কমিটি কর্তৃক " ঋণ নীতিমালা-২০২৫" খসড়া প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যা নিম্নরূপ:

"জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা হইতে জমি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়িক্রয়/গৃহ মেরামত সংক্রান্ত ঋণ নীতিমালা-২০২৫।

১. শিরোনাম: এই নীতিমালা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য জমি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/গৃহ মেরামত সংক্রান্ত "ঋণ নীতিমালা-২০২৫" হিসাবে অভিহিত হইবে।

২. সংজ্ঞা:

ক) "বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বুঝাইবে।

খ) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী অর্থ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫ অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত "শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী"-কে বুঝাইবে।

গ) "ঋণ" অর্থ জমি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাটক্রয়/বাড়িক্রয়/গৃহ মেরামত খাতসমূহে প্রদত্ত ঋণ বুঝাইবে।

৩. ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা:

যোগ্যতা:

ক) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে স্থায়ী পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রাপ্ত হইতে হইবে।

খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী পূর্বের গণনাকৃত (পেনশনযোগ্য) চাকুরী ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীসহ চাকুরীকাল পেনশনযোগ্য হইতে হইবে।

গ) আবেদনকারীদের মধ্যে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীর জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ করা হইবে এবং একজন আবেদনকারী চাকুরী জীবনে সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত এ ঋণ প্রাপ্য হইবেন।

ঘ) ঋণ আবেদনকারীর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী চাকুরী সময়কাল ন্যূনতম ১০(দশ) বছর হইতে হইবে।

অযোগ্যতা:

ক) সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত এমন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

খ) প্রেষণ/লিয়েন/চুক্তিভিত্তিক/গবেষণা/অসাধারণ/বাধ্যতামূলক ছুটি/শিক্ষা ছুটি/ অন্য কোন দীর্ঘকালীন (৬ মাসের উর্ধ্বে) ছুটিতে/অস্থায়ীভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

গ) বিদেশে অবস্থানরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

ঘ) যার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়াদি প্রক্রিয়াধীন।

ঙ) অবসর প্রস্তুতিকালীন ছুটি (পি আর এল) ভোগরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

চ) পূর্বে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হইতে আনুতোষিক গ্রহণকারী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

ছ) ঋণ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৯ {৯% সুদে [৪% গ্রাহক (ব্যাংক রেটের সমহারে) + ৫% সরকার কর্তৃক প্রদেয়]} আওতায় ঋণ গ্রহণকারী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

৪. আগ্রহী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে নিম্নে বর্ণিত হারে ঋণ মঞ্জুর করা যাইবে:

ক) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ১.০০ (এক) কোটি টাকা (সর্বোচ্চ)।

খ) কর্মকর্তা {সেকশন অফিসার (জাতীয় বেতন স্কেল ১০ম গ্রেড) থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ পদ পর্যন্ত ০১ (এক) কোটি টাকা (সর্বোচ্চ)}।

গ) ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী ৫০.০০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা (সর্বোচ্চ)।

ঘ) ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ২৫.০০ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা (সর্বোচ্চ)।

৫. ঋণ সমানুপাতিক হারে বন্টন পদ্ধতি (ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত):

প্রাপ্ত অর্থ বর্তমান জনবল অনুযায়ী শিক্ষক, কর্মকর্তা, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের মধ্যে সমানুপাতিক হারে বন্টন করিতে হইবে। তবে অনুচ্ছেদ ৪-এ বর্ণিত কোন ক্যাটাগরির মধ্যে যদি বরাদ্দকৃত অর্থ ঋণ হিসেবে বন্টন করা না হইয়া থাকে তবে উক্ত অর্থ অন্য ক্যাটাগরির মধ্যে আনুপাতিক হারে বন্টন করা যাইবে।

Md. Lutfil. A.O. FC document

প্রতিস্বাক্ষর

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), জবি

৬. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে সর্বোচ্চ দুইটি ঋণ চলমান রাখিতে পারিবেন এবং যদি কেহ পুনরায় ঋণ আবেদন করিয়া থাকেন সেক্ষেত্রে গৃহীত দুইটি ঋণের মধ্য হইতে একটি ঋণ পরিশোধ করিয়া আবেদন করিতে পারিবেন।

৭. ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি:

ক) ব্যাংক নীতিমালা অনুযায়ী মাসিক বেতন হইতে ঋণের কিস্তি কর্তন করা হইবে। ঋণের কিস্তির পরিমাণ মোট বেতন-ভাতাদির ২/৩ অংশ (দুই-তৃতীয়াংশ) এর বেশি হইবে না। এখানে ভাতাদি বলতে বাড়ীভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বুঝাইবে।

খ) কেহ ইচ্ছা করিলে ঋণ বাবদ গৃহীত অর্থের অপরিশোধিত অর্থ এককালীন জমা দিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকিবে যে, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী যদি ঋণ পরিশোধের পূর্বে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া থাকেন বা মৃত্যুবরণ করিয়া থাকেন বা অপসারিত হন বা চাকুরী হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তৎসময়ে ব্যাংক নীতিমালা অনুযায়ী ঋণের অবশিষ্ট পাওনা অর্থ তাহার প্রভিডেন্ট ফান্ড/গ্রাচুইটি/যৌথ বীমা/কল্যাণ তহবিল/আনুতোষিক বাবদ প্রাপ্য অর্থ হইতে এককালীন সমন্বয় করা হইবে। প্রয়োজনবোধে আইনানুগ বা অন্যান্য পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক পাওনা অর্থ আদায় করা হইবে।

৮. সার্ভিস চার্জ:

ঋণ আবেদনকারীকে মঞ্জুরীকৃত ঋণের ০.২৫% (শতকরা শূন্য দশমিক দুই পাঁচ) টাকা হারে সার্ভিস চার্জ হিসেবে প্রদান করিতে হইবে, তবে সর্বনিম্ন সার্ভিস চার্জ হইবে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা। উক্ত সার্ভিস চার্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পৃথক হিসাবে জমা হইবে। ঋণ মঞ্জুর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে উক্ত হিসাব হইতে ভাতা প্রদান করা যাইবে।

৯. সুদের হার:

ঋণের সুদের হার ৯%, তবে সময় সময়ে সুদের হার কম/বেশী হইলে ঋণ পুনঃ তফসিল করিয়া সুদ এবং কিস্তির টাকার পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করা হইবে। এই ঋণ অনুর্ধ্ব ২০ বছর মেয়াদী এবং ২৪০ (দুইশত চল্লিশ) কিস্তিতে সুদাসলে মাসিক বেতন হইতে কর্তন করা হইবে।

১০. এই ঋণের জন্য আবেদনকারীর নিয়মিত চাকুরীকাল এবং গণনাকৃত বহিঃস্থ চাকুরী সময় যোগ করিয়া মোট চাকুরীকাল অবশ্যই পেনশন প্রাপ্যতার যোগ্য হইতে হইবে এবং চাকুরীতে স্থায়ী হইতে হইবে। অবসরোত্তর ছুটি গ্রহনের ন্যূনতম ৩ বৎসর পূর্বে ঋণের আবেদন করা যাইবে।

১১. ঋণ গ্রহীতাকে বাধ্যতামূলকভাবে মাসিক বেতনের বিল হইতে নিয়মিতভাবে সুদ-আসলে কিস্তির অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে। কোন কারনে মাসিক বেতন প্রদান অব্যাহত না থাকিলে নিজ দায়িত্বে মাসিক কিস্তি পরিশোধ করিতে হইবে। ঋণ গ্রহণ পরবর্তী শিক্ষা/ গবেষণা/অসাধারণ বা অন্য কোন দীর্ঘকালীন (৬ মাসের উর্ধ্বে) ছুটিতে যাইবার পূর্বে গৃহীত ঋণ নিয়মানুযায়ী সুদ আসলে এককালীন পরিশোধ করিতে হইবে। উক্ত অর্থ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ছাড় পত্র দেওয়া বা রিলিজ করা হইবে না। ঋণ গ্রহণকারী কিস্তি চলাকালীন সময়ে প্রেষণে গমন করিলে প্রেষণে অবস্থানকালীন প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণের প্রতি মাসের কিস্তির চেক নিয়মিত ভাবে প্রেরণ করিতে হইবে। লিয়েন ছুটিতে গমন করিলে ছুটিকালীন সময়ের কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋণ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট হিসাবে এককালীন জমা করিতে হইবে। পরবর্তীতে লিয়েন ছুটি বৃদ্ধি করিতে চাইলে আবেদনের সহিত পুণরায় আবেদনকৃত ছুটিকালীন সময়ের কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ জমা দিতে হইবে। উল্লেখ্য, শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজের জন্য বাধ্যতামূলক ছুটি/সাময়িক অথবা স্থায়ী বহিষ্কারে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে।

১২. নিয়মিতভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধ কালে অবসর গ্রহণ করিলে ঋণের অবশিষ্ট টাকা অবসর গ্রহণের সময় আনুতোষিক ও অন্যান্য প্রাপ্য অর্থের সহিত সমন্বয় করিতে হইবে। যে সকল ঋণ গ্রহীতা মাসিক ভিত্তিতে পেনশনে যাইবেন তাহাদের মাসিক পেনশন যদি ঋণের মাসিক কিস্তির পরিমাণ হইতে বেশী হয় সেক্ষেত্রে অর্থ কমিটি ও সিন্ডিকেট সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে তাহাদের ঋণের কিস্তি মাসিক পেনশন হইতে আদায় করা হইবে।

১৩. ঋণ গ্রহণকারী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী অবসর প্রস্তুতিকালীন ছুটি (পি আর এল) বা অবসরে থাকা অবস্থায় তাহার গৃহীত ঋণের কিস্তি পরিশোধে কোন জটিলতা সৃষ্টি হইলে উক্ত কিস্তির টাকা তাহার ছুটি নগদায়ন/সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের টাকা হইতে সমন্বয় করা হইবে।

১৪. ঋণ গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করিলে বা স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিলে অথবা কোন কারণে চাকুরীচ্যুত হইলে সুদসহ ঋণের অবশিষ্ট অর্থ ঋণ গ্রহীতার এককালীন আনুতোষিকের অর্থ হইতে কিংবা মৃত্যুবরণ করিলে সুদসহ ঋণের অবশিষ্ট অর্থ মৃত ব্যক্তির নমিনীর নিকট হইতে এককালীন আদায় করা হইবে। এইক্ষেত্রে অপরিশোধিত ঋণ ও প্রাপ্ত অর্থের (আনুতোষিক, গোষ্ঠিবীমা, কল্যাণ তহবিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ) মধ্যে সমন্বয় করা হইবে।

১৫. ঋণ নীতিমালা-২০২৫ এর আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে ঋণ গ্রহণ করিলে তাহাকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৯ আওতায় ঋণ প্রদান করা যাইবে না। ঋণ আবেদনকারীকে ৩০০/- টাকার নন-জুডিয়াসিল ষ্ট্যাম্পে নিম্ন শর্ত সম্বলিত হলফনামা প্রদান করিতে হইবে:

ML Imtiaz, AO, FC document

প্রতিস্বাক্ষর

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), জবি

ক) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা হইতে জমি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়িক্রয়/গৃহ মেরামত সংক্রান্ত ঋণ নীতিমালা-২০২৫ এর আওতায় ঋণ আবেদনকারীকে হলফনামা প্রদান করিতে হইবে যে, তিনি ঋণ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৯ {৯% সুদে [৪% গ্রাহক (ব্যাংক রেটের সমহারে) + ৫% সরকার কর্তৃক প্রদেয়]} আওতায় ঋণ গ্রহণ করেন নাই।

খ) ঋণ সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৯ {৯% সুদে [৪% গ্রাহক (ব্যাংক রেটের সমহারে) + ৫% সরকার কর্তৃক প্রদেয়]} আওতায় ঋণ আবেদনকারীকে হলফনামা প্রদান করিতে হইবে যে, তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা হইতে জমি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়িক্রয়/গৃহ মেরামত সংক্রান্ত ঋণ নীতিমালা-২০২৫ এর আওতায় ঋণ গ্রহণ করেন নাই।

১৬. ঋণ আবেদনকারী সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হইতে অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলে উক্ত অগ্রিমের পরিমান প্রাপ্য ঋণ বরাদ্দ হইতে বাদ দিয়া ঋণ হিসাব নির্ধারণ করিতে হইবে। তবে কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে বরাদ্দকৃত ঋণের পরিমান হইতে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত টাকা বেশি থাকিলে উক্ত অবশিষ্ট টাকা সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হইতে অগ্রীম হিসেবে গ্রহনের জন্য আবেদন করা যাইবে।

১৭. আবেদনকারীকে ঋণ গ্রহণের নির্ধারিত ফরমে বিভাগ/দপ্তর প্রধানের মাধ্যমে রেজিস্ট্রার বরাবর ঋণ মঞ্জুরীর আবেদন করিতে হইবে। ঋণের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্র সমূহ রেজিস্ট্রার দপ্তর এবং অর্থ ও হিসাব দপ্তর যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিয়া ঋণ বরাদ্দ কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে। ঋণ বরাদ্দ কমিটি বিধি মোতাবেক সুপারিশকৃতদের তালিকা চূড়ান্ত করিবেন এবং ইহার তালিকা ট্রেজারার ও উপাচার্য মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর রেজিস্ট্রার ঋণ মঞ্জুরীপত্র ইস্যু করিবেন।

১৮. ঋণ আবেদনকারী যে উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহন করিতে ইচ্ছুক তাহার ঋণ আবেদনের সাথে সেই সংক্রান্ত কাগজ অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে যথা-

ক) জমি ক্রয় করিতে চাহিলে জমির বায়নাপত্র (যদি থাকে), দলিল, নামজারীপত্র ও বায়া-দলিলসহ সংশ্লিষ্ট কাগজের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

খ) বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয় করতে আগ্রহী হইলে ইহার বায়নাপত্র (যদি থাকে), দলিল/বায়াদলিল, অনুমোদিত নকশা ও সংশ্লিষ্ট কাগজ সংযুক্ত করিতে হইবে।

গ) বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহন করিতে চাহিলে অনুমোদিত নকশা ও সংশ্লিষ্ট কাগজ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংযুক্ত করিতে হইবে।

প্রতিটি ক্ষেত্রে গৃহীত ঋণের টাকায় ক্রয়কৃত/নির্মানকৃত জমি/ফ্ল্যাট/বাড়ীর দলিলের সার্টিফাইড কপি জমা করিতে হইবে। মূল দলিল প্রাপ্তির পর তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট জমা করিতে হইবে। ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত দলিল কোথায় সংরক্ষণ করা হইবে সেই বিষয়ে মাননীয় উপাচার্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবেন। ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত জামানতকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন না মর্মে ঋণ গ্রহীতাকে লিখিত অঙ্গিকারনামা প্রদান করিতে হইবে।

১৯. ঋণ মঞ্জুরী পত্র পাইবার পর ঋণ আবেদনকারী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ফরমে ঋণের অর্থ ছাড় করিবার জন্য আবেদন করিবেন। রেজিস্ট্রার দপ্তর অর্থ ছাড় করনের জন্য তাহা হিসাব দপ্তরে প্রেরণ করিবেন। অর্থ ও হিসাব দপ্তর ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা (নাম, বিভাগ/দপ্তর, হিসাব নং, চেক নং, ঋণের পরিমাণ, ইত্যাদি উল্লেখ করতঃ) ব্যাংকে প্রেরণ করিবে। উক্ত তালিকা ০৬ মাসের জন্য কার্যকর থাকিবে। ব্যাংকে তালিকা প্রেরণের দিনই (একই তারিখে) প্রত্যেক ঋণ গ্রহীতার নামে Account Payee চেক ইস্যু করিতে হইবে।

২০. অর্থ ও হিসাব দপ্তর ঋণ গ্রহীতার মাসিক বেতন বিল হইতে কিস্তির অর্থ কর্তন/আদায় করিয়া তালিকা সহ প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় প্রেরণ করিবেন।

২১. ঋণ আবেদন গ্রহণ হইতে শুরু করিয়া আবেদনকারীর তথ্য যাচাই-বাছাই সহ ঋণের কিস্তি আদায় ও হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ রেজিস্ট্রার দপ্তর ও অর্থ ও হিসাব দপ্তর সম্পন্ন করিবে।

২২. বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী যদি এই প্রকল্পের আওতায় পুনরায় ঋণ গ্রহন করিবার আবেদন করেন সে ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ঋণ প্রাপ্যতা ঋণের সর্বোচ্চ সীমা অনুসরণ করিয়া পূর্বের গৃহীত ঋণ সমন্বয় করতঃ অথবা বাদ দিলে অবশিষ্ট অর্থ ঋণ হিসেবে মঞ্জুর করা যাইবে। সেই ক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত ঋণ এবং পরবর্তীতে গৃহীত ঋণের যোগফল ঋণ গ্রহীতার মোট ঋণ দায় হিসাবে গণ্য হইবে।

২৩. মঞ্জুরীকৃত ঋণের চেক গ্রহণের পূর্বে ঋণ গ্রহীতাকে সার্ভিস চার্জ প্রদান করাসহ প্রাপ্তি স্বীকার পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে। একইভাবে ঋণগ্রহীতাকে বাধ্যতামূলক ভাবে নিজ দায়িত্বে ৩০০/- টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা এবং ৩০০/- টাকার নন-জুডিয়াসিল ষ্ট্যাম্পে জামিনদারের অঙ্গীকারনামা মুদ্রিত করিয়া ঋণ মঞ্জুরী পত্রে উল্লেখিত অন্যান্য কাগজপত্রাদি রেজিস্ট্রার দপ্তরে জমা দিতে হইবে।

২৪. জামিনদার (বাবা/মা/স্ত্রী/স্বামী) মৃত্যুবরণ করিলে ঋণ গ্রহীতাকে দ্রুত জামিনদার পরিবর্তন করিয়া যথাযথ নিয়মে অঙ্গিকারনামা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রতিস্বাক্ষর

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), জবি

Md. Israfil. A.O. FC document

২৫. যদি কোন ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট সময়সীমার পূর্বে ঋণের অর্থ এককালীন পরিশোধ করিতে চাহিলে তাহা হইলে তাহাকে হিসাব দপ্তরের সহিত যোগাযোগ করিয়া অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, জবি শাখায় অপরিশোধিত ঋণের সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিয়া ব্যাংক জমা রশিদের কপিসহ Bank Statement, অর্থ ও হিসাব দপ্তরে জমা দিবেন এবং মাসিক কিস্তি কর্তন বন্ধ করিবার জন্য আবেদন করিবেন।

২৬. এই ঋণের অর্থ ব্যাংক হইতে গ্রহণ এবং ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে বিতরণের জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় একটি পৃথক চলতি হিসাব খোলা হইবে।

২৭. বর্তমান পেনশনের বিপরীতে আবেদনকারীর মোট প্রাপ্য ঋণের পরিমাণ নিম্নোক্তভাবে নিরুপিত হইবে:
{(বিদ্যমান বেতনের পরিমাণ × চাকুরীকাল অনুযায়ী আনুপাতিক হার) ×আনুতোষিকের গুণিতক হার}÷২।

২৮. ঋণ বরাদ্দ কমিটি (গঠন ও কর্ম পরিধি):

কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে ঋণ প্রদান কার্যক্রমে ঋণ বরাদ্দ উপ-কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন ও ঋণ আবেদনকারী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবেদন সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা ও বিস্তারিত আলোচনান্তে ঋণ বরাদ্দ কমিটির নিকট বিবেচিত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনুকূলে অর্থ ঋণ হিসেবে বরাদ্দ প্রদান করিবেন।

(১) ট্রেজারার, জবি	- আহ্বায়ক
(২) সিন্ডিকেট সদস্য, জবি (উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
(৩) ডীন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, জবি	- সদস্য
(৪) সভাপতি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, জবি	- সদস্য
(৫) রেজিস্ট্রার, জবি	- সদস্য
(৬) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), জবি	- সদস্য
(৭) সভাপতি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা সমিতি, জবি	- সদস্য
(৮) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (আইন), জবি	-সদস্য সচিব।

ঋণ বরাদ্দ কমিটির আহ্বায়ক প্রয়োজন মনে করিলে ঋণ বরাদ্দ উপ-কমিটির যেকোন সদস্যকে আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে ঋণ বরাদ্দ কমিটির সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন।

ঋণ বরাদ্দ কমিটিকে দাপ্তরিক কাজে ০১ জন কর্মকর্তা, ০১ জন ৩য় শ্রেণী কর্মচারী ও ০১ জন ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী সার্বিক সহযোগিতা করিবেন।

২৯. ঋণ বরাদ্দ উপ-কমিটি (গঠন ও কর্ম পরিধি):

ঋণ বরাদ্দ উপ-কমিটি কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে ঋণ প্রদান কার্যক্রমে ঋণ বরাদ্দ কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা তথা ঋণ আবেদন যাচাই-বাছাই এবং আবেদনের সহিত দাখিলকৃত কাগজপত্র ও সম্পদের বাজার মূল্য নির্ধারণ করিবেন। যাচাই বাছাই শেষে উপ-কমিটির নিকট বিবেচিত ঋণ আবেদনকারী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনুকূলে সম্ভাব্য অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদানের প্রাথমিক সুপারিশসহ প্রতিবেদন ঋণ বরাদ্দ কমিটির নিকট দাখিল করিবেন।

(১) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের একজন অধ্যাপক (উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত)	আহ্বায়ক
(২) সাধারণ সম্পাদক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি	সদস্য
(৩) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), জবি	সদস্য
(৪) উপ-পরিচালক (ফান্ড এন্ড বাজেট), অর্থ ও হিসাব দপ্তর	সদস্য
(৫) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (আইন), রেজিস্ট্রার দপ্তর, জবি	সদস্য-সচিব।

ঋণ বরাদ্দ উপ-কমিটিকে দাপ্তরিক কাজে ০১ জন কর্মকর্তা, ০১ জন ৩য় শ্রেণী কর্মচারী ও ০১ জন ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী সার্বিক সহযোগিতা করিবেন।

৩০. ঋণ আবেদনকারী যে পরিমান অর্থ ঋণ হিসেবে গ্রহণের আবেদন করিবেন তাহার জামিনদারের (বাবা/মা/স্ত্রী/স্বামী) সমমূল্যের স্থাবর সম্পত্তি দেশের অভ্যন্তরে থাকিতে হইবে।

৩১. ঋণ গ্রহণকারী/জামিনদারের উপস্থাপিত সম্পত্তির বাজারমূল্য নির্ধারন ও কাগজপত্র যাচাই বাছাই কার্যাদি ঋণ আবেদনকারী নিজ উদ্যোগে সম্পন্ন করাইবেন।

৩২. ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ:

আবেদনকারী যে তারিখে ঋণের জন্য আবেদন করিবেন ঐ তারিখ পর্যন্ত ২৭ নং শর্ত অনুযায়ী যে পরিমাণ অর্থ প্রাপ্য হইবেন সেই পরিমাণ অর্থ অথবা এই নীতিমালার ০৪ নং শর্তে বর্ণিত পরিমাণ এই দুইয়ের মধ্যে যেটি কম সেই পরিমাণ অর্থ তিনি ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৩৩. ব্যাংক প্রদত্ত এই ঋণদান পদ্ধতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করিবার বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি দ্বি-পক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

৩৪. এই নীতিমালার সহিত অসংলগ্ন অথবা অনুল্লিখিত বা অসম্পূর্ণ কোন বিষয় সমূহের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা/প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিষ্পত্তিযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। উল্লেখ্য যে, নীতিমালার কোন নীতি ঋণ গ্রহীতা মান্য না করিলে বা মান্য করিতে গড়িমশি করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

Md. Israfil, A.O, FC document

প্রতিস্বাক্ষর

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), জবি

৩৫. রহিতকরণ ও হেফাজত:

"জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য জমি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয়/গৃহ মেরামত সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৭" এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল। উল্লেখ থাকিবে যে, ঋণ নীতিমালা-২০১৭ এর আওতায় ইতঃপূর্বে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত যে সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ঋণ বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহাদের "ঋণ নীতিমালা-২০১৭" অধীন প্রদত্ত অঙ্গিকারনামা বলবত থাকিবে এবং সিন্ডিকেট সভায় অনুমোদনের তারিখ হইতে "ঋণ নীতিমালা-২০১৭" এর আওতায় পূর্বের ঋণ গ্রহীতাসহ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে "ঋণ নীতিমালা-২০২৫" কার্যকর হইবে।

এমতাবস্থায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা হইতে জমি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়িক্রয়/গৃহ মেরামত সংক্রান্ত ঋণ নীতিমালা-২০২৫ অনুমোদনের বিষয়ে অর্থ কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত-৮৫.১০: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কর্পোরেট গ্যারান্টির বিপরীতে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা হইতে জমি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়িক্রয়/গৃহ মেরামত সংক্রান্ত উপরিউক্ত ঋণ নীতিমালা-২০২৫ অনুমোদনের জন্য অর্থ কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করা হয়। বিতরণকৃত ঋণের হালনাগাদ তথ্য ঋণ বরাদ্দ কমিটি নিয়মিত (সর্বোচ্চ ০৬ মাসের মধ্যে) আর্থিক বছরে ০২ (দুই) বার অর্থ কমিটিতে উপস্থাপন করতে হইবে, বিষয়টি নীতিমালায় অর্ন্তভূক্ত করিতে হইবে।

আলোচ্য বিষয়-৮৫.১১: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন (এস.আর.ও. নং ৩৮৮-আইন/২০২৫, তারিখ: ২৮-০৯-২০২৫ খ্রি.) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ৭০ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণয়নকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে করার Adopt করার বিষয়ে আলোচনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন (এস.আর.ও. নং ৩৮৮-আইন/২০২৫, তারিখ: ২৮-০৯-২০২৫ খ্রি.) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ৭০ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ প্রণয়ন করেছেন।

এমতাবস্থায়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন (এস.আর.ও. নং ৩৮৮-আইন/২০২৫, তারিখ: ২৮-০৯-২০২৫ খ্রি.) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ৭০ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণয়নকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে করার Adopt করার বিষয়ে অর্থ কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত-৮৫.১১: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন (এস.আর.ও. নং ৩৮৮-আইন/২০২৫, তারিখ: ২৮-০৯-২০২৫ খ্রি.) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ৭০ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণয়নকৃত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৮-০৯-২০২৫ তারিখ হতে Adopt করার জন্য অর্থ কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করা হয়।

প্রতিস্বাক্ষর

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), জবি

সিদ্ধান্ত-৮৫.১৪: ঢাকা জেলার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ উপজেলার পশ্চিমদি মৌজার নামজারীকৃত ১৮৮.৫৮২৭ এবং ভূমির গত ৫ বছরের বকেয়া এবং হাল দাবীসহ মোট ৬ বছরের ভূমি উন্নয়ন কর (খাজনা) হোল্ডিং নং-৯৯/০৯ এর জন্য ৪১,৪৩,৪৬৫.০০ টাকা; এবং হোল্ডিং নং-১০০/০৯ এর জন্য ৩৮,৯৮,২৮৫.০০ টাকা মোট=৮০,৪১,৭৫০/- (আশি লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা কোন্ডা ইউনিয়নের পশ্চিমদি মৌজার তহসিল অফিসের অনুকূলে "UNION LAND ASSISTANT OFFICER, SHUVADDA UNION LAND" এই শিরোনামে ২টি হোল্ডিং এ ২টি Account Payee চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করার অনুমোদনের বিষয়ে অর্থ কমিটির সভায় রিপোর্টটি গ্রহণ করার জন্য অর্থ কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করা হয়। তবে উল্লেখিত অর্থ সংশোধনী বাজেটে (২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে) বরাদ্দ চেয়ে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে অর্থ ও হিসাব দপ্তর কর্তৃক পত্র প্রেরণ করার সুপারিশ করা হয়।

সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(অধ্যাপক ড. শেখ রফিকুল ইসলাম)
পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
ও
সদস্য-সচিব, অর্থ কমিটি
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

(অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম, এইচডি)
ভাইস-চ্যান্সেলর
ও
সভাপতি, অর্থ কমিটি
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

প্রতিস্বাক্ষর

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), জবি

Md. Iwafil, A.O, FC document

ঋণ গ্রহীতার অঙ্গীকারনামা

আমি.....পিতা:.....মাতা:.....
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের..... ইনস্টিটিউট/বিভাগ/দপ্তরে ..... পদে কর্মরত আছি। এই মর্মে অঙ্গীকার প্রদান করছি যে ঃ

১. আমি অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি কর্পোরেট গ্যারান্টির আওতায় হোলসেল সাধারণ **জমি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়িক্রয়/গৃহ মেরামত বাবদ** আমার নামে মঞ্জুরীপত্রে উল্লেখিত ঋণ...../-
কথায়ঃ.....টাকা গ্রহণে সম্মত আছি;

২. আমি, আমার গৃহীত ঋণের সম্পূর্ণ টাকা সুদ-আসলে মোট ২৪০ (দুইশত চল্লিশ) কিস্তিতে আমার মাসিক বেতন-ভাতাদি হতে কিস্তির সমপরিমাণ অর্থ কর্তন করার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রদান করছি;

৩. আমার অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত মোট ঋণের উপর ৯% (নয় শতাংশ) সরল সুদে অথবা ব্যাংক বিধি মোতাবেক পরিবর্তিত হারে সুদ প্রদানে বাধ্য থাকবো;

৪. ঋণের অর্থ অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় আমি স্বাভাবিক নিয়মে/স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করলে কিংবা চাকরিচ্যুত (বরখাস্ত) হলে ঋণের অবশিষ্ট টাকা সুদ-আসলে আমার আনুতোষিক (Gratuity), গোষ্ঠিবীমা, কল্যাণ তহবিল, প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ অন্যান্য প্রাপ্য টাকা হতে কর্তন করার পরে ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত হারে এককালীন পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবো। আমি কোন আইনানুগ কার্যক্রমের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করবো না;

৫. ঋণের অর্থ অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় আমার মৃত্যু হলে ঋণের অবশিষ্ট অর্থ ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত হারে সুদ-আসলে আমার আনুতোষিক (Gratuity), গোষ্ঠিবীমা, কল্যাণ তহবিল, প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ প্রাপ্য টাকা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা হতে এককালীন কর্তনের ক্ষেত্রে আমার নমিনী বা তার বা তাদের স্থলাবর্তীদের (ওয়ারিশগণ কর্তৃক) কোন বাধাঁ গ্রাহ্য হবে না এবং কোন আইনানুগ কার্যক্রম এই প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। এমনকি ঋণ সুদ-আসলে পরিশোধ না হলে কর্তৃপক্ষ দাখিলকৃত ঋণের আবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আমার উল্লেখিত বন্ধকী সম্পত্তি/অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ঋণ সুদ-আসলে আদায় করতে পারবে। এতে আমার কোন স্থলাবর্তীদের (ওয়ারিশগন) কোনরূপ আপত্তি করতে পারবে না;

৬. ঋণ গ্রহণ পরবর্তী শিক্ষা/লিয়েন/গবেষণা/অসাধারণ ছুটি বা অন্য কোন দীর্ঘকালীন (০৬ মাসের উর্ধ্বে) ছুটিতে যাওয়ার পূর্বে গৃহীত ঋণ নিয়ামানুযায়ী সুদ-আসলে এককালীন পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবো। ঋণ চলাকালীন সময়ে প্রেষণে গেলে প্রেষণে অবস্থানকালীন প্রতিষ্ঠান হতে ঋণের প্রতি মাসের কিস্তির অর্থ নিয়মিতভাবে প্রেরণ করতে বাধ্য থাকবো। উল্লেখ্য, শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজের জন্য বাধ্যতামূলক ছুটি/সাময়িক অথবা স্থায়ী বহিষ্কারে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মানতে আমি বাধ্য থাকবো;

৭. ঋণ গ্রহণ এবং ঋণের টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত বর্তমান নীতিমালার সকল শর্ত পালনে আমি বাধ্য থাকবো। এছাড়াও এই নীতিমালায় কোন পরিবর্তন/সংযোজন বা ভবিষ্যতে এতদ্‌সংক্রান্ত কোন নীতিমালা প্রণীত হলে তাহার শর্তাদিও আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;

৮. আমি যে উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করছি সেই উদ্দেশ্যেই উক্ত ঋণের টাকা ব্যয়/ব্যবহার করবো বা করতে বাধ্য থাকবো। যদি অন্যথায় ব্যবহার করি এবং তা প্রমাণিত হয় সেইক্ষেত্রে আমার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিভাগীয় মামলা বা অন্য কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আমার ওজর আপত্তি/আবেদন কোন মহলেই গ্রহণযোগ্য হবে না;

৯. আবেদনে উল্লেখিত ও দাখিলকৃত ভূমি/ফ্ল্যাটের মালিকানা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য ও কাগজপত্র সঠিক ও সত্য। ভবিষ্যতে যদি প্রদত্ত তথ্য ও দাখিলকৃত কাগজপত্র কোন মিথ্যা প্রমাণিত হয় সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেশে প্রচলিত আইন মোতাবেক যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে আমি তা মানতে বাধ্য থাকবো। এছাড়া ঋণের অর্থ প্রাপ্তির ০৬(ছয়) মাসের মধ্যে ক্রয়কৃত সম্পত্তি/জমি/ফ্ল্যাট-এর সার্টিফাইড/মূল দলিল ও নামজারী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের নিকট জমা দিতে বাধ্য থাকবো।

এতদ্বারা আমি স্বেচ্ছায় এবং স্বজ্ঞানে এই অঙ্গীকারনামা অদ্য ..... খ্রিঃ তারিখে স্বাক্ষর করলাম।

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর ও তারিখ:
পদবী:
ইনস্টিটিউট/বিভাগ/দপ্তর:
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০।

স্বাক্ষীগনের নাম, স্বাক্ষর ও ঠিকানা (স্বাক্ষীগনের মধ্যে ১ জন নমিনীর স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক)ঃ

১।
২।
৩।

জামিনদারের অঙ্গীকারনামা

আমি....., পিতা:....., মাতা: .....,
স্বামী/স্ত্রী: ....., গ্রাম:....., ডাকঘর: ....., থানা/উপজেলা:
....., জেলা: ..... এই মর্মে অঙ্গীকার প্রদান করছি যে, আমার স্বামী/স্ত্রী/সন্তান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ঋণগ্রহীতা জনাব.....,পদবী: ..... ইনস্টিটিউট/বিভাগ/দপ্তর: .....জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

আমি আরও অঙ্গীকার করছি যে,

১. জনাব.....পিতা:.....,
মাতা:....., পদবী:.....,
ইনস্টিটিউট/দপ্তর/বিভাগ:..... কর্তৃক অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা হতে কর্পোরেট গ্যারান্টির আওতায় হোলসেল সাধারণ জমি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/বাড়িক্রয়/গৃহ মেরামত-এর ক্ষেত্রে গৃহীত ঋণের কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হলে উক্ত ঋণের সমুদয় অর্থ (সুদসহ) ঋণের নীতিমালা মোতাবেক বা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমি এককালীন পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবো।

২. ঋণের অর্থ অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় ঋণ গ্রহণকারী চাকরিচ্যুত হলে বা মৃত্যুবরণ করলে ঋণের অবশিষ্ট টাকা সুদ-আসলে তাহার আনুতোষিকের (Gratuity) প্রাপ্য টাকা ও অন্যান্য প্রাপ্য টাকা হতে ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত হারে এককালীন পরিশোধিত না হলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত নিয়মে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবো।

৩. সুদ আসলসহ ঋণের সমুদয় অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আদায় করা সম্ভব না হলে ঋণ গ্রহীতার প্রাপ্য আনুতোষিক, গোষ্ঠি বীমা, ভবিষ্য তহবিল, কল্যাণ তহবিল বা অন্যান্য প্রাপ্য অর্থ হতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তন করতে পারবেন।

৪. প্রাপ্য আনুতোষিক (Gratuity), গোষ্ঠি বীমা, কল্যাণ তহবিল বা অন্যান্য প্রাপ্য অর্থ হতে ঋণ গ্রহণকারীর অপরিশোধিত ঋণ (সুদ-আসলসহ) পরিশোধ না হলে আমি আমার নিজস্ব স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে হলেও অর্থ পরিশোধে বাধ্য থাকবো। এক্ষেত্রে আমার ওয়ারিশগণ কর্তৃক কোন বাধা গ্রাহ্য হবে না এবং কোন আইনানুগ কার্যক্রম এই প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।

৫. জনাব..... এর অবর্তমানে ঋণ অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় আমি যদি মৃত্যুবরণ করি তাহলে ঋণের অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত হারে সুদ-আসলে আমার ওয়ারিশগণ দিতে বাধ্য থাকবে এবং কোন আইনানুগ কার্যক্রমে এই প্রক্রিয়ার বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।

৬. আমি আরও অঙ্গীকার করছি যে, গৃহীত ঋণের সমপরিমাণ স্থাবর সম্পত্তি (ঋণগ্রহীতার আবেদনপত্রে বর্ণিত তফসিল) ও আমার নিজ নামে বা পৈত্রিক/অন্যান্য ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি জনাব.....এর ঋণের টাকা অনাদায়ে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে ঋণ পরিশোধ করতে আমি বাধ্য থাকবো।

এতদ্বারা আমি স্বেচ্ছায় এবং স্বজ্ঞানে নিম্নে স্বাক্ষীগণের সম্মুখে এই অঙ্গীকারনামা অদ্য ..... খ্রিঃ তারিখে স্বাক্ষর করলাম।

জামিনদারের নাম ও স্বাক্ষর ঃ

তারিখ ঃ

স্বাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর ও ঠিকানা ঃ

১।

২।

৩।